প্রথম আলো

27 January 2019

তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়ার নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবি

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এবং তার চিকিৎসায় এগিয়ে আসা ব্যক্তির সুরক্ষায় করা নীতিমালা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্টজনেরা। তাঁরা বলেছেন, নীতিমালার বিষয়টি এখনো অনেকে জানেন না। এটি জানাতে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। একই সঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

রাজধানীর ডেইলি স্টার সেন্টারের আজিমুর রহমান সম্মেলনকক্ষে গতকাল শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এক পরামর্শক সভায় বিশিষ্টজনেরা এসব কথা বলেন। 'সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও করণীয়' নিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভার আয়োজক বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)।

আদালতের নির্দেশ অনুসারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত বছর ওই নীতিমালা করে। এতে দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে কাছের কোনো হাসপাতালে পাঠানোর কথা রয়েছে। আইনি জটিলতা হতে পারে—এমন বিবেচনায় আহত ব্যক্তির চিকিৎসাসেবায় বিলম্ব করা যাবে না। আহত ব্যক্তির আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তাকে চিকিৎসাসেবা দিতে হবে। এ ছাড়া আহত ব্যক্তিকে উদ্ধারে এগিয়ে আসা ব্যক্তির সুরক্ষার বিষয়টিও নীতিমালায় রয়েছে।

২০১৬ সালে ঢাকায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাসেবা দিতে অস্বীকৃতি জানায় কর্তৃপক্ষ। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ব্লাস্ট হাইকোর্টে রিট করে। পরে আদালতের আদেশে ওই নীতিমালা করা হয়।

গতকালের সভায় আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মো. নিজামুল হক বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই বেশ লেখালেখি হয়। তারপর আস্তে আস্তে তা স্তিমিত হয়ে যায়। এ ধরনের আলোচনায় উঠে আসা মতামত কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি মিলবে বলে মনে করেন তিনি।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রাশনা ইমাম বলেন, গত কয়েক বছরে দুর্ঘটনার যে হার, তা উদ্বেগজনক। এটি কমিয়ে আনতে আদালতের নির্দেশে করা নীতিমালার দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

সভায় আরও বক্তব্য দেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাকিয়া সুলতানা, বেসরকারি ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক মালিক সমিতির মহাসচিব মো. মাইনুল আহসান, আইনজীবী আনিতা গাজী রহমান, ব্লাস্টের উপদেষ্টা এস এম রেজাউল করিম ও তাজুল ইসলাম, নিরাপদ সড়ক চাইয়ের আইনবিষয়ক সম্পাদক সরকার এম আর হাসান।

https://m.banglanews24.com/national/news/bd/697808.details?fbclid=IwAR3vlY1r8bwzDp_JBs57FwntuZWuclaf8DO39v1S453ER0ybllYp-fbwtu8

BANGLA NEWS 24.com
সংবাদ বিনোদন সারাক্ষণ

দুর্ঘটনায় প্রাণহানি কমাতে প্রয়োজন তিন উদ্যোগ

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

মতবিনিময় সভায় বক্তারা-ছবি-বাংলানিউজ

ঢাকা: সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহতদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিতের মাধ্যমে বাঁচাতে তিনটি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এই তিনটি বিষয় হলো- আইনি জটিলতা কমানো, হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি না করা এবং হাসপাতালগুলোর জরুরি বিভাগের চিকিৎসা সেবা নিয়মানুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

শনিবার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীর ডেইলি স্টার সেন্টারে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) মতবিনিময় সভায় আগত বক্তারা এমন মতামত দেন।

সভাটি গত ৮ জানুয়ারি হাইকোর্ট থেকে কার্যকর হওয়া সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতিকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা, ২০১৮ এর বাস্তবায়ন ও করণীয় বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৬ সালে ব্লাস্টের করা রিট মামলার পরিপ্রেক্ষিতে চলতি বছরের ৪ জানুয়ারি হাইকোর্ট পুর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেন। ৮ জানুয়ারি হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ এবং বিচারপতি ফরিদ আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ নীতিমালা কার্যকরের নির্দেশ দেয়।

সভায় আইনজীবী, চিকিৎসকসহ সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, হাইওয়ে ও ট্রাফিক পুলিশ এবং সড়ক দুর্ঘটনার দাবিতে আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

নীতীমালা সম্পর্কে ব্লাস্টের পক্ষ থেকে বলা হয়, আমাদের এ বিষয়ে আইনি কোনো অবকাঠামো ছিল না। জরুরি চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল নির্মাণের কোনো রুল ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে একটি সড়ক দুর্ঘটনা ও বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে চিকিৎসা না পেয়ে এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০১৬ সালে হাইকোর্টে রিট মামলা করে ব্লাস্ট। এরপর হাইকোর্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে খসড়া নীতিমালা করার নির্দেশ দিলে মন্ত্রণালয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নীতিমালা প্রস্তুত করে।

এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, নীতিমালা অনুসারে জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো শর্ত থাকবে না। এমনকি আইনি জটিলতাও বিবেচনা করা যাবে না। প্রয়োজনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজ দায়িত্বে রোগী অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করবে। আর যাদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে তারা রোগী গ্রহণ না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সহায়তাকারীকে কোনো হয়রানি করা যাবে না। এক্ষেত্রে হাসপাতালে রোগী মারা গেলে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না।

এই নীতিমালার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্বে প্রদত্ত খসড়া নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি উল্লেখ করে ব্লাস্টের রিসার্চ স্পেশালিস্ট তাকবীর হুদা বলেন, নীতিমালার ৫২ ধারায় একটি আর্থিক সহায়তা তহবিল গঠনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ‘ক্ষতিপূরণ বা চিকিৎসা সহায়তার’ জন্য। এখানে এই ‘বা’ নিয়েই আমাদের উভয় ক্ষেত্রের দাবি ছিল। ৬২ ধারায় দুর্ঘটনায় দোষী ড্রাইভার, হেলপার বা প্রতিনিধিদের উপর চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে আমরা যে খসড়া নীতিমালা দিয়েছিলাম সেখানে, এই দায়িত্ব পালন না করলে ক্ষতিপূরণের কথা উল্লেখ ছিল। এ সংক্রান্ত ১৯৮০ এর আইনে দায়িত্ব পালন না করলে ছয় মাসের জন্য লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হলেও ১৯৮৩ সালে তা শিথিল করে এক মাস করা হয়। আর এ নীতিমালায় তাও কমিয়ে শুধু লাইসেন্সের ১২ পয়েন্টের এক পয়েন্ট কাটা যাবে বলে জানানো হয়। এ নীতিমালায় অর্থদণ্ড বাড়লেও অপরাধ বাড়লে (একাধিক দুর্ঘটনায় দায়ী হলে) শাস্তির বিধান বাড়ার বিধান নেই। আমাদের সুপারিশে এগুলো ছিল।

সড়ক দুর্ঘটনায় বেসরকারি হাসপাতালগুলোর দায়বদ্ধতা বাড়ানো উচিৎ উল্লেখ করে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ডা. মইনুল হোসেন জানান, স্বাস্থ্য অধিদফতরকে এ বিষয়ে আরও কঠোর হতে হবে। এরকম জরুরি চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বাধ্য করতে হবে। আর শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল নির্মাণ করলে হবে না।

হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন ও স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স) মো. আনিসুজ্জামান বলেন, হাইওয়ের পাশের হাসপাতালগুলোকে আরও উন্নত করতে হবে। দুর্ঘটনা হয়তো রোধ করা যাবে না, তবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এ ব্যাপারে হাইওয়ে পুলিশ এমনকি ট্রাফিক পুলিশকে নিজ থেকে সহায়তা করার নির্দেশনা দেওয়া আছে।

এদিকে এই নীতিমালা প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে এবং আগের কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাকিয়া সুলতানা।

বাংলাদেশ সময়: ২২০২ ঘণ্টা, জানুয়ারি ২৬, ২০১৯

http://www.newagebd.net/article/62973/hc-directive-largely-ignored-experts?fbclid=IwAR1OZ6gsFy6g6hYA1mWDgRMvLxsV2jUKvhPTaaBNtqEgO2Hbg4s_6T21yTI

NEWAGE

EMERGENCY MEDICAL SERVICES FOR ROAD ACCIDENT VICTIMS

HC directive largely ignored: experts

Staff Correspondent | Published: 00:00, Jan 27,2019 | Updated: 23:30, Jan 26,2019

Legal experts on Saturday said that the High Court directive and a guideline on emergency medical services for the road accident victims were largely ignored to this day.

At a consultation meeting they also urged the hospital and all other medical facilities, especially private ones, to implement the directive and the guideline which, they believed, would help save life.

Bangladesh Legal Aid and Services Trust organised the meeting at Daily Star Centre in the capital on the implementation of High Court directives on emergency medical services for the injured in road accidents and protection of good Samaritans.

The discussants said that on August 8, 2018 a division bench of HC issued a directive to make the emergency medical services for the injured in road accidents and protection of good Samaritans guideline 2018 effective.

Health and family welfare ministry formed the guideline on August 5 for providing emergency services to road accident victims.

As per the guideline all public and private hospitals, clinics, nursing homes, medical centres and medical university colleges are bound to provide emergency medical services to road accident victims.

The discussants said that the guideline was largely ignored in the private hospitals as they regularly refused to give emergency services to road accident victims.

Bangladesh Private Clinic and Diagnostic Owners' Association secretary general Md Mainul Ahasan urged the private medical institutions and physicians to provide emergency services to road accident victims without thinking about earning money.

Superintendent of Highway Police (operation) Md Anisuzzaman urged the hospitals adjacent to hazardous spots on highways to create facilities for emergency services.

Health and family welfare ministry's Health Service Division additional secretary Zakia Sultana said that they would take initiative to distribute the guideline to different private hospitals, clinics and other facilities to make them aware of their responsibilities regarding road accident victims.

Supreme Court advocate Rashna Imam said that
the number of fatalities would reduce if the guideline would come into effect.

BLAST research specialist Taqbir Huda mentioned that the Road Transport Act 2018 also has some sections on emergency services and compensations for road accident victims.

The meeting was attended, among others, by BLAST chief legal adviser Justice Md Nizamul Huq and advisor (advocacy and capacity building) Md Tajul Islam, additional inspector general of Bangladesh Police (traffic management) AKM Musharraf Hossain Miaze Supreme Court advocate Anita Ghazi Rahman and Nirapad Sarak Chai secretary (legal issues) Sarkar MR Hasan.

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/event/2019/01/27/police-identify-27-fresh-accident-spots-nationwide?fbclid=IwAR2qYoOv9PgOuDO1RxYgBr0vuyQE1BIFS8tDksvNlRo8zI3HvAmT9mdGlto

Dhaka Tribune

Police identify 27 fresh accident spots nationwide

Afrose Jahan Chaity

- Published at 01:19 am January 27th, 2019

Speakers at a meeting on emergency medical services for road accidents on Saturday **Rajib Dhar/Dhaka Tribune**

Speakers for providing urgent services to minimize casualties

Despite several initiatives to curb road accidents and fatalities by the government, and its other stakeholders, 27 fresh “blackspots” have been identified in a decade across the country.

‘Blackspot’ refers to a place on a road that is considered to be dangerous because several accidents have happened there in the space of one year.

Such ‘blackspots’ have increased to 236 from 209 a decade ago, said Superintendent of Police (SP) (Operations and Especially Affairs) Md Anisuzzaman, from Highway Police Headquarters, Bangladesh.

The information has been shared in a consultation meeting, “High court Directives on Emergency Medical Services for Injured of Road Accident and Protection of Good Samaritans: Implementation and Way Forward,” organized by Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST).

In 2009, the Accident Research Institute (ARI) of Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) came up with a list of 209 blackspots across the country.

According to Bangladesh Passengers Welfare Association (BPWA), road accidents increased by 11% in 2018 : 5,514 road accidents occurred last year and 4,979 happened in 2017.

Experts for emergency response at blackspots

Emergency medical services need to be ensured close to the “highway blackspots” so that the number of deaths can be reduced, said experts and various stakeholders.

They have urged increasing emergency medical services at hospitals and clinics near highway blackspots and increasing awareness among people, irrespective of profession and classes, and they should be given detailed information of the law regarding accidents.

“Emergency medical facilities need to be installed at clinics and hospitals near blackspots, so that the chance of saving the life of a victim increases,” said SP Md Anisuzzaman.

Treatment within ‘Golden Hour’

Terming the time between the occurrence of an accident and providing medical aid to a victim as the “Golden Hour,” Secretary, Legal Issues of Nirapod Sarak Chai, Barrister Sarkar M R Hasan, urged increasing the number of beds in hospitals located near highway Upazillas to ensure immediate treatment after victims are rescued from accident areas.

The “Golden Hour,” was first introduced at the close of World War II and the Korean conflict. Emergency military medical aid refers to a time period lasting for one hour following traumatic injury being sustained by a casualty or medical emergency, during which there is the highest possibility that prompt medical treatment could prevent death.

Additional Secretary of Ministry of Health and Family Welfare, Zakia Sultana, said the ministry will consider taking an initiative to provide at least one ambulance at every highway police station so that the injured can get help as early as possible.

Protection of Good Samaritans

Emphasizing guidelines on the “Protection of Good Samaritans” sanctioned by the High Court, Advocate Barrister Anita Gazi Rahman said: “Public awareness is necessary regarding a law and its related guidelines, as many people do not approach to help victims because of legal issues.”

“Good Samaritans” means by-standers and passers-by who can provide help to the victims but cannot do so due to fear of legal consequences, harassment, and repeated police interrogation. Across the globe, there are practices of legislative protection for Good Samaritans, but we are yet to frame any institutional mechanism for their protection.

Last year, 5,514 road accidents claimed 7,221 lives and left 15,466 people injured.